জাতীয় সংসদে

বিশ্ব নন্দিত মুফাস্‌সির
ও ধর্মীয় নেতা
আল্লামা

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

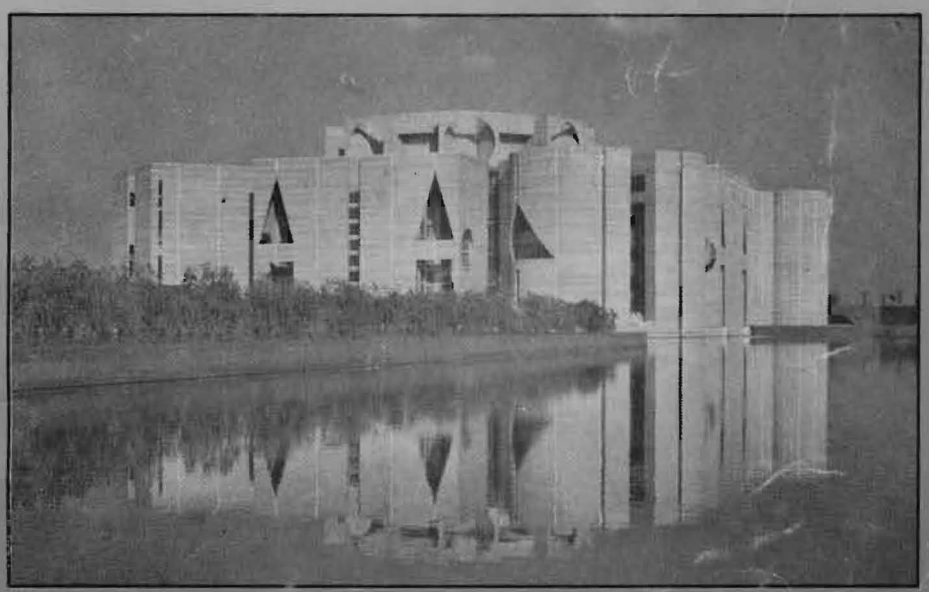

আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত

বিশ্ব নন্দিত মুফাস্‌সির ও ধর্মীয় নেতা

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের

বক্তৃতা মালা

আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর পক্ষে
সাইয়েদ রাফে সামনান কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

পরিবেশনাঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিঃ ২১ মতিঝিল, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৬

শুভেচ্ছা বিনিময়ঃ বিশ টাকা

মুদ্রণ ঃ গ্লোবাল প্রিন্টিং নেটওয়ার্ক লিঃ ২১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৫৯৭৮০, ৯৫৫১৯২৪, ৯৫৫৪৯২৯, ৯৫৫৫৭৮৯

সূচীক্রম

- ❑ জাতীয় সংসদে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা /১
- ❑ সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনা ঃ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে /৮
- ❑ জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশিত বাজেট আলোচনার টুকিটাকি /৯
- ❑ সরকারী দল ও বিরোধী দলের দু'টি চাকাই সচল থাকলে সংসদ ফলপ্রসু হবে /১০
- ❑ মদ-জুয়া-পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণ বিল জমাদান / ১০
- ❑ প্রসঙ্গ ঃ প্রেসিডেন্টের ভাষণ /১১
- ❑ সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতি শিরক॥ সালামের রীতি চালু করুন /১২
- ❑ এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ করুন /১৩
- ❑ উত্তরবঙ্গকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করুন /১৪
- ❑ আওয়ামী লীগের যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন /১৪
- ❑ সংসদের প্রথম অধিবেশনের পর্যালোচনা /১৭
- ❑ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু ঃ সংসদীয় কার্যক্রমের পক্ষপাতমূলক ক্যাসেট বাজারজাতকরণ বন্ধ করুন /১৯
- ❑ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আলোচনা /২০
- ❑ বিদ্যুৎ খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর /২৩
- ❑ সংসদে শিল্পনীতির ওপর মাওলানা সাঈদীর ভাষণের পূর্ণবিবরণ /২৫
- ❑ লন্ডনে বিশাল গণসম্বর্ধনা /২৮
- ❑ দৈনিক ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাতকার /২৯

তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব, ইত্তেফাক, বাংলাবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন

জাতীয় সংসদে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আলোচনা

যাকাত ও ওশরভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় গ্রুপের নেতা বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্‌সির ও ধর্মীয় নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় পার্লামেন্টের সকল সদস্যদের বিবেকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ সুদকে হারাম করেছেন। সুদনির্ভর বাজেট কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে হারাম। তিনি বলেন, সুদের জঘন্য শোষণ, অভিশাপ আর গোনাহ্ থেকে জাতিকে হেফাজত করতে হলে যাকাত ও ওশর ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। নিম্নে মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বাজেট বক্তৃতার অংশ বিশেষ পত্রস্থ করা হলো ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় স্পীকার, ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা করার মুহূর্তে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে আমরা গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের অংগীকার নিয়ে এসেছি। সেই আলোকে বাজেটের ভালো দিকের প্রশংসা এবং ক্ষতিকর দিকের সমালোচনা করার ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে' ঃ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই 'পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি' বলেছেন। একজন মুসলমান হিসেবে তিনি কেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে পারলেন না তা আমার বোধগম্য নয়।

কুরআন শরীফের ১১৪টি সুরার ১১৫টির শিরোনাম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। আর আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় বাক্যই হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'বিসমিল্লাহ্ না বলে কোন কাজ শুরু করলে তা হয় লেজ কাটা'। অর্থাৎ তা বরকতশূন্য হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ্ অনুবাদ করে পড়ার এ প্রবণতা হলো কেন ? সব কিছুই

যদি মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে হয় তাহলে সরকারী দল-এর নামের অবস্থা হবে 'জনতা দল'। বিসমিল্লাহ অনুবাদ করে বলতে হলে আমরা নামায পড়বো কিভাবে ?

মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরের মত। এখানে বহু ভাষার স্থান রয়েছে। যেমনঃ বিচার বিভাগের বহু শব্দ আরবী। আদালত, মুনসেফ, মুখতার, উকিল, মুচলেকা, জামিন, ইনসাফ এগুলোকে আমরা অনুবাদ করে বলিনা। কলম আরবী, কাগজ উর্দু, এগুলোর বাংলা আমরা তালাশ করি না। অবশ্য তালাশও উর্দু।

নিত্যপ্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, কাপ, প্রিস এগুলোও আমরা বাংলা খুঁজি না। আমরা ইংরেজী 'চেয়ারে' বসে ইংরেজী 'টেবিলে' উর্দু 'কাগজ' রেখে আরবী 'কলম' দিয়ে লিখি। তাহলে কেন আজ 'বিসমিল্লাহর রাহমানির রাহীম' অনুবাদ করে বলছি। এ মানসিকতার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত।

মাননীয় স্পীকার, গত ২৮ জুলাই ১৯৯৬ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপন করেছেন। ১৭,১২০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করে তার সাথে বাজেট ৮,১৩৮ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট ধরে মোট ২৫,২৫৮ কোটি টাকার রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গত বছর উন্নয়ন বাজেট ছিল ১২,১০০ কোটি টাকা। এবার ১৯৯৬-৯৭ সালে এর পরিমাণ ১২,৫০০ কোটি টাকা। বাজেট দেখতে শুনতে মোটামুটি অতীতের মতই, যাকে বলা যায় গতানুগতিক। আর একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে প্রস্তাবিত বাজেট বিগত সরকারের প্রদত্ত বাজেটের অনেকটা কার্বন কপি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ১০০ কোটি টাকা কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে কিছুটা চমক সৃষ্টি করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মাননীয় স্পীকার, এবারের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। এডিপিতে অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণের পরিমাণ ৪৭ শতাংশ ধরা হয়েছে। একটা কথা প্রচলিত আছে-বেড়ায় যদি ক্ষেত খায় তবে করার কিছুই থাকে না। যারা এ সব অর্থ লেনদেন করবে তাদের যদি আল্লাহর ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকে তবে এ বাজেট পেশ হবে, পাশ হবে, সুবিধাবাদীদের পকেট পুর্তি হবে কিন্তু দেশের ১২ কোটি জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্য এ জাতির দীর্ঘদিনের আমরণ সংগী। পূর্বে যারাই ক্ষমতায় এসেছেন তারাই দারিদ্র্য বিমোচনের মুখরোচক কথাটি বাজেট বক্তৃতায় গুরুত্বের সাথে এনেছেন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে সরকারগুলোর বিদায় হওয়ার পর দেখা গেছে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি বরং দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। দারিদ্র্য যে মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় এ ব্যাপারে যেমন দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই, ঠিক তেমনি দারিদ্র্য মুক্তিকে প্রধান জাতীয়

লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণের ব্যাপারেও মতভেদের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য কথা হচ্ছে, আজ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্য মুক্তির ক্ষেত্রে গণআকাংখার ন্যূনতম বাস্তবায়নও ঘটেনি। অথচ প্রতিটি সরকারই দারিদ্র্য বিমোচনের অংগীকার নিয়েই তাদের যাত্রা শুরু করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্র্য বিমোচনের কাজটি কলমে দেখানো যতটা সহজ বাস্তবে ততটাই কঠিন। এই কঠিন কাজটি সহজ হতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুসরণের মাধ্যমে।

আল্লাহপাক সৃষ্টিকুলের জন্য রেখেছেন বিশ্বজুড়ে অফুরন্ত নেয়ামত।

আমাদের দেশেই দেখুন আমরা আক্ষরিক অর্থে দরিদ্র নই। আমাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, গবাদী সম্পদ, ভূমি সম্পদ, পানি সম্পদ ও মানব সম্পদ। সবই আছে। নেই শুধু সুষম বন্টন নীতি। আল্লাহ ভীরু সৎ নেতৃত্ব।

দারিদ্র্যের মূল কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা- কেউ গাছ তলায় কেউ সাত তলায়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করো না, যাতে সম্পদ শুধু ধনীক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে'।

মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে যেখানে বলেছেন নামায প্রতিষ্ঠা কর সেখানেই বলেছেন যাকাত আদায় কর।

মোমেনরা ক্ষমতায় গেলে চার দফা কাজ করবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের কাজ হচ্ছে চার পর্যায়ের। প্রথমতঃ তারা নামায কায়েম করবেন। নামাযের মাধ্যমে তারা মহান বিশ্ব স্রষ্টার আনুগত্য স্বীকারের আনুষ্ঠানিক প্রমাণ দিবেন। কেবল নিজেরাই নামায পড়ে দায়িত্ব পালন করবেন না সকল বয়স্ক মুসলিমই যাতে রীতিমত নামায পড়ে, কেউ বেনামাজী না থাকে সে ব্যবস্থাও সরকার কার্যকর করবেন। কারণ নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার প্রধান মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে সরকার জনগণের উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করবেন। যাকাত দাতাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত আদায় করে আল্লাহর নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় বন্টন করার দায়িত্ব কুরআন ক্ষমতাসীন সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ নামাযের বাধ্যবাধকতা কার্যকর করে সামষ্ঠিকভাবে যেমন আল্লাহর হক আদায় করবে- ঠিক তেমনি যাকাত আদায় ও বন্টন করে মানুষের পারস্পরিক হক আদায়ের দায়িত্বও পালন করবে। দারিদ্র্য বিমোচনের এটাই সঠিক পন্থা।

মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, বর্তমান সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতিকে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে যেয়ে আমরা যেন

দেশীয় শিল্প কলকারখানাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেই। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের পূর্বে দেশীয় শিল্প ও কলকারখানার জন্য প্রটেকশন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিপুল ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে। এককভাবে ভারতই সে সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। সুতরাং বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণের ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বাজারে বাংলাদেশের সিরামিক, জুট, কার্পেট, কম্পিউটার সফটওয়্যার, মেলামাইন, সার ও রাসায়নিক পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ সকল পণ্য ভারতের বাজারে সহজলভ্য করার জন্য ভারত সরকার আরোপিত সকল প্রকার ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা অবশ্যই সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

পে-কমিশন গঠন ও বেসরকারী কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা

মাননীয় স্পীকার, বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী পে-কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ দ্রব্যমূল্য যেভাবে হু হু করে বাড়ছে তাতে নিম্নআয়ের লোকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এ বিষয়টি যেন ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তারা খেয়ে পরে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে।

আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আরেকটি বিষয়ে দাবী জানাচ্ছি তা হলোঃ সরকারী কর্মচারীদের পে-কমিশন গঠন করার পাশাপাশি আমার দেশের চরম অবহেলিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে ইনসাফ সহকারে মজুরী কমিশন গঠন করা হোক এবং তা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় সমভাবে কার্যকর করা হোক।

পিরোজপুর-নাজিরপুর-ইন্দুরকানীর সমস্যা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর-১। যা বাংলাদেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অনুন্নত অবহেলিত ও আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। আমি এই এলাকার কিছু সমস্যা এ মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই।

একঃ এই জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭৬ এ ইন্দুরকানীতে একটি জল থানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অনুন্নত ও অবহেলিত ইন্দুরকানী থানাবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ তারিখে সরকার ইন্দুরকানীকে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে ঘোষণা করেন। সরকারী গেজেট অনুসারে এখানে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), শিক্ষা অফিসার, কৃষি অফিসার ও থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারসহ থানার অন্যান্য সকল অফিসারের পোষ্টিং ও অফিস স্থাপিত হয় এবং

তা ১৯৮৩ পর্যন্ত কার্যরত থাকে। পরে বাংলাদেশের সকল থানাগুলোকে যে সময় উপজেলা করা হয় তখন ইন্দুরকানী থানাকে উপজেলা ঘোষণা না করায় থানাটিতে টিএনও সহ কয়েকজন অফিসারের অফিস বর্তমানে নেই। যার কারণে সরকারের সকল ধরনের উন্নয়নের সুফল থেকে ইন্দুরকানী বঞ্চিত। এমতাবস্থায় থানাবাসীর একান্ত আবেদন, ইন্দুরকানী থানাটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক থানা হিসেবে ১২ বছর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হোক।

দুইঃ বালিপাড়া ইউনিয়নের কলারোন থেকে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের জন্য ইন্দুরকানী পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীন রাস্তাটি পাকা করার দাবী এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আমাকে কথা দিয়েছেন। আশা করি এলাকাবাসীর এ দাবী অচিরেই পূরণ হবে। সেই সাথে পিরোজপুর-বলেশ্বর নদীতে প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী পিরোজপুরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

তিনঃ পিরোজপুর জেলা শহরে কোন পাবলিক হল বা অডিটরিয়াম নেই। ফলে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সুতরাং পিরোজপুর শহরবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী একটি আধুনিক অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চারঃ আমার নির্বাচনী এলাকার আরেকটি থানা নাজিরপুর। এই থানার সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ হচ্ছে– প্রতিবছর বাগেরহাটের দড়াটানা নদীর লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে নাজিরপুরের হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। একইভাবে নাজিরপুর থানার দেউলবাড়ী দোবরা এলাকায় বেড়ী বাঁধ না থাকায় সেখানেও হাজার হাজার একর জমির ফসল থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এই এলাকার ফসল রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ আমি কামনা করছি। সেই সাথে নাজিরপুর শহীদ জিয়া মহাবিদ্যালয়কে সরকারীকরণের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

কৃষি খাত সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার, কৃষি হচ্ছে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত, আর কৃষক হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। তাই আমরা দীর্ঘদিন থেকে কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ার দাবী করে আসছি। বর্তমান বাজেটে একশ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ দেখে আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যেন এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে কৃষকদের উপকারে আসে। দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে সুবিধাবাদীদের পকেটস্থ না হয়। সে জন্যও সতর্ক থাকতে হবে।

সেই সাথে আমি দাবী করছি যে, সার, কীটনাশক ওষুধ, ডিজেল, পাওয়ার পাম্প ও তার যন্ত্রপাতির দাম কমানো হোক এবং কৃষকদের জন্য তা সহজলভ্য করা হোক। আবার এসব

দ্রব্যাদির মূল প্রাপক কৃষকদের পরিবর্তে সহজলভ্যতার কারণে ভারতে পাচার না হতে পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে।

ধর্মীয় খাতে বরাদ্দ প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, ধর্মীয় বিষয়াদি খাতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সাহায্য মঞ্জুরী বাবদ ১৯৯৫-৯৬ সালে সংশোধিত বাজেটে ১৬ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ১০ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এই খাতের বরাদ্দ দিয়েই সারাদেশের মসজিদগুলোতে সাহায্য দেয়া হতো, কিন্তু এই বরাদ্দ হ্রাস করায় মসজিদসহ অন্যান্য উপাসনালয়গুলোর সাহায্য কমে যাবে। এটাকে হ্রাস না করে বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্য একাধিকবার হজ্ব করে এসেছেন এবং নামায রোজায়ও তাঁরা অভ্যস্থ। অথচ ধর্মীয় বিষয়াবলীর খাতে ছয় কোটি টাকা কমিয়ে দেয়াতে জনগণ যদি মনে করেন যে, এই সরকার ধর্মীয় ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না তাহলে কি জনগণকে দায়ী করা যাবে?

শিক্ষানীতি ঃ নারী শিক্ষা ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। সেই সাথে দাবী করছি যে, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারীকরণ করা হোক এবং দেশের সকল ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানে উন্নীত করে সরকারী যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা প্রদান করা হোক।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারী-মহিলাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয।" সুতরাং অবহেলিত নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথক মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হোক।

মাননীয় স্পীকার, বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কথা কিছুই বলা হয়নি। আমি মনে করি, যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

এন.জি.ও সমূহের অপতৎপরতা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা দৃশ্য বাজেট। এ দৃশ্য বাজেটের পাশাপাশি আমাদের দেশে এক অদৃশ্য বাজেট আছে তা কি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন? আমরা যে বাজেট আলোচনা করছি তার দ্বিগুণ বাজেট হবে দেশের এনজিও গুলোর। ঐ টাকার উৎস কি তা আজ জনগণের জিজ্ঞাসা। তারা এক পয়সা সাহায্য দিয়ে তিন পয়সার শর্ত জুড়ে দেয়। সাহায্যের চেয়ে শর্ত বড় হলে জনমনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। তাই আপনার মাধ্যমে জোর দাবী জানাচ্ছি, দেশের সকল এনজিও গুলোর বার্ষিক বাজেট কত, এ টাকা দিয়ে দেশের কতটুকু কল্যাণ হচ্ছে আর কতটুকু ষড়যন্ত্র হচ্ছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তা এ মহান সংসদে পেশ করবেন। আমাদের ঈমান-আকীদা ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এনজিও গুলোর তৎপরতার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে

বাজেটে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতীতের এ শিক্ষা রিপোর্টটি বাস্তবায়নের পূর্বে তা জনমত যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি।

কারণ আমাদের প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষানীতি, যার অধীনে লেখাপড়ার মাধ্যমে আমাদের জাগতিক ধর্মীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকে প্রয়োজন পূরণ হয়। সেই দিক থেকে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা নীতি কতদূর যোগ্য তা অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

সুদ নিষিদ্ধ করুন

আমি আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসেছি। বাজেট এভাবে প্রতিবছর আসবে। আলোচিত হবে, কণ্ঠভোটে পাশও হয়ে যাবে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয় করার কর্মকান্ডে যে ভূমিকা আমরা রাখছি সে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার আপনি, সংসদ নেত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং সকল সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই একদিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। কারন যে বাজেট এই সংসদে পেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সুদনির্ভর, যা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হারাম।

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে সকলের বিবেকের কাছে আবেদন করব, আসুন আমরা সকলে মিলে সুদের মত একটি মারাত্মক অভিশাপ ও জঘন্য গোনাহ থেকে জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অর্থনীতির সকল পর্যায় থেকে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করি এবং যাকাত ও ওশরকে বাধ্যতামূলক করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করি, যা হবে সকলের জন্য কল্যাণকর। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সে তাওফিক দান করুন।

সবশেষে আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে সম্মানীত সংসদ সদস্যবৃন্দ সহ দেশের ১২ কোটি মানুষকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানিয়ে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেটের উপর আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

২২ আগষ্ট '৯৬

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনা ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে

জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চালুর আহবান জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষাখাতে শুধু সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে লাভ হবে না, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

জাতীয় সংসদে সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনাকালে মাওলানা সাঈদী এ কথা বলেন।

আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, গত ক'দিন ধরে সংসদে টেবিল চাপড়ানোর মহড়া এবং একে অপরকে আক্রমনের দৃশ্য জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন অথচ আক্রমনাত্মক ভাষায় কথা না বলে মিষ্টি স্বরে বললেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। হাদীসে আছে, হাসিমুখে কথা বললে একটা সদকার সমতুল্য সওয়াব পাওয়া যায়। জিহ্বায় কোন হাড় নেই মিষ্টি করে কথা বলার জন্য। এই জিহবাকে কুড়ালের মত ব্যবহার করলে পরিবেশ উত্তপ্ত হবেই।

তিনি সম্পূরক বাজেটের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর সাথে আমি একমত। কিন্তু শিক্ষাখাতে এ বিপুল অর্থ ব্যয় করে আমরা কি পাচ্ছি সে বিষয়টিও দেখতে হবে। হত্যা, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির মত কাজের সাথে জড়িতদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। এ অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মাওলানা সাঈদী বলেন, কুয়ায় মৃত বিড়াল পড়লে কূয়ার পানি পাক করার জন্য মৃত বিড়ালসহ ৬০ বালতি পানি তুলে ফেলতে হয়। মৃত বিড়াল কুয়ায় রেখে পানি ফেলে লাভ নেই। প্রচলিত শিক্ষা থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করার কারণেই আজ শিক্ষাঙ্গনের করুণ অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য সেশন জট হচ্ছে। ছাত্রদের শিক্ষা জীবন নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আজ যেমন ভারত থেকে পিঁয়াজ, রসুন, ইট, বালি আমদানি করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক ও আইনজীবী ভারত থেকে ভাড়া করে আনতে হবে।

মাওলানা সাঈদী বলেন, অবস্থার পরিবর্তন চাইলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারলে সন্ত্রাস অনেক কম হতো। মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষার চেয়ে সন্ত্রাসের মাত্রা অনেক কম। শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন ও হাদীস শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হবে। অমুসলিম ছাত্রদের জন্য তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এর সময় আমাদের চেয়েও খারাপ ছিল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে সেই সময়ের মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করেন। যে জাতির প্রথম ফরজ শিক্ষা, দুভাগ্যক্রমে সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে আজ মুর্খ ও নিরক্ষর বলে পরিচিত।

মাওলানা সাঈদী বলেন, সকল দল যদি একমত হন, তবে ছাত্রদের অতিমাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া থেকে উদ্ধারের জন্য এই সংসদ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ২ আগষ্ট '৯৬

জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশিত বাজেট আলোচনার টুকিটাকি ঃ

সংসদ মাতালেন মওলানা সাঈদী

মওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন সুবক্তা একথা সবাই স্বীকার করবেন। তার বক্তব্য যেমন স্পষ্ট তেমনি জোরালো। উচ্চারণ নিখুঁত। তিনি গতকাল বাজেটের ওপর বক্তৃতা দিতে দিয়ে ধর্মীয় ওয়াজের মতোই বক্তব্য রাখেন। তবে তার প্রতিটি কথাই বাজেট কেন্দ্রিক ছিল। তিনি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে দেখান যে, আল্লাহ নির্দেশিত পথেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। তিনি বলেন, বাজেটের শুরুতে লেখা হয়েছে, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, কিন্তু অর্থমন্ত্রী 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কেন বললেন না বুঝতে পারলাম না। আমাদের সংবিধানের শুরুতে তো বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের বাংলাভাষা একটি সমুদ্রের মতো। এটিকে শব্দের সমুদ্র বলা যায়। বিভিন্ন ভাষার শব্দ এসে বাংলা ভাষায় লীন হয়ে গেছে। আদালতের প্রায় প্রতিটি শব্দেই ফারসী। কেন যে সরকারী দল বিসমিল্লাহর অনুবাদ করলেন– তা তারাই জানেন। তিনি আওয়ামী লীগের 'আওয়ামী' আরবী এবং 'লীগ' ইংরেজী। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'জনতা দল'। তিনি বলেন, আমরা ইংরেজী 'চেয়ারে' বসে ইংরেজী 'টেবিলে' উর্দু 'কাগজ' রেখে আরবী 'কলম' দিয়ে লিখি।

আই ইট ইউ

মাওলানা সাঈদী গতকাল সংসদে বলেন, শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়ালেই চলবে না শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের মান একদম নিচে চলে গেছে। এ প্রসঙ্গে জনাব সাঈদী একটি গল্প বলেন। তিনি বলেন, একবার একটি চাকুরীর ইন্টারভিউ নেয়া হচ্ছিল। প্রার্থীরা ছিলেন এমএ ডিগ্রীধারী। ডিসি সাহেব ছিলেন ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রধান। তিনি একজন প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো আমি আপনাকে খাওয়াবো ইংরেজী কি ? উত্তরে প্রার্থী বলেন, "আই ইট ইউ" ডিসি হকচকিয়ে গিয়ে আবার বললেন, "দয়া করে ঠিক করে বলুন।" তখন প্রার্থীটি জবাব দিলেন, "আই মাস্ট ইট ইউ।" ২২ আগষ্ট '৯৬

প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিবসে মওলানা সাঈদী

সরকারী দল ও বিরোধী দলের দু'টি চাকাই সচল থাকলে সংসদ ফলপ্রসু হবে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বললেন, সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের দুটি চাকাই যদি সমানভাবে সচল রাখা যায় তাহলে সংসদ কার্যকর ও ফলপ্রসু হবে এবং দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

তিনি গতকাল রোববার জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রথম দিনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হবার পর তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সংসদে বক্তৃতা করছিলেন। মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নবনির্বাচিত স্পীকারকে তার নিজের ও দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ নেত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং স্পীকার এই তিন জনের ভূমিকায় সংসদ কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। এতে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও ফিরে আসে।

তিনি উল্লেখ করেন, সরকারী দল ও বিরোধী দল হলো দ্বিচক্র যানের মত। এ দু'টি চাকা সমানভাবে সচল থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র এগিয়ে যায়, সংসদ ফলপ্রসু ও কার্যকর হয়, দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসে।

মওলানা সাঈদী বলেন, নবনির্বাচিত স্পীকার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীরও যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রয়েছে। আশা করি এ তিনজনের সমন্বয়ে সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলবে। দেশ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্পীকার সংসদের সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবেন বলেও জামায়াত সংসদীয় গ্রুপ নেতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১৫ জুলাই '৯৬

মদ-জুয়া-পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণের বিল জমাদান

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বাংলাদেশে মদ, জুয়া, লটারী, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল নৃত্য সম্বলিত যাত্রা/মেলা নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৯৬ প্রণয়ন কল্পে গত ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে একটি বিল জমা দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রসঙ্গে মওলানা সাঈদী

ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত না হওয়ায় সংবিধান লংঘিত হয়েছে

জামায়াতের ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আনয়নের মাধ্যমে এ নিয়ে সাধারণ আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য স্পীকারের প্রতি আহবান জানান।

মওলানা সাঈদী বলেন, বাংলাদেশের এ পর্যন্ত যতগুলো জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে তার সবগুলোর উদ্বোধনী বৈঠকে প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন এবং সেই ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। আর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর সরকারী ও বিরোধীদলের সদস্যগণ বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। এই বক্তব্য রাখার সময় তারা নিজ এলাকার অভাব-অভিযোগ ও জনগণের দুঃখ কষ্ট তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, এবারের সংসদে প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। ফলে সংবিধানের ৭৩(৩) অনুচ্ছেদ লংঘিত হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধির ৩৪ ধারায় সংসদ সদস্যদের সময় বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে সে বিধানও লংঘন করা হয়েছে। কার্যপ্রণালীর ১৬৪ নং বিধিতে সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকারও লংঘিত হয়েছে। বিষয়টি আলোচনা না করার ফলে দেশের সংবিধান লংঘন হচ্ছে যা আপনি করতে পারেন না।

মওলানা সাঈদী বলেন, এ মহান সংসদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একটি কলংক সৃষ্টি হতে পারে। আমি একজন নতুন সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে কোন কলংক সৃষ্টি হোক তা চাই না।

এ ব্যাপারে সংসদের অভিভাবক হিসেবে তিনি স্পীকারের সাহসী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ কামনা করেন।

মওলানা সাঈদীর এ বক্তব্যের জবাবে স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, একজন নতুন স্পীকার হিসেবে আমিও চাই না প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর্যাপ্ত কপি সংসদ সচিবালয়ে না দেয়ার কারণে সংসদ সদস্যদের কাছে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণের মুদ্রিত কপি পাবার পর তা সংসদ সদস্যদের কাছে সরবরাহ করা হবে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনার প্রস্তাব পাবার পর আলোচনার ব্যবস্থাও করা যাবে।* ২৪ জুলাই '৯৬

---

* প্রসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণের উপর কোন ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে সংসদ শেষ হবার দিন ২রা সেপ্টেম্বর '৯৬ পর্যন্ত না আসায় ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদ বিষয়টির আলোচনা স্থগিত করে দেন। প্রথম অধিবেশনে শেষ বৈঠকের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা দিবসের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু আলোচনা আর হয়নি।

কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন মওলানা সাঈদী

সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতি শিরক ॥ সালামের রীতি চালু করুন

জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতিকে শিরকী ও সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করে এই রীতির পরিবর্তন করে ইসলাম সম্মত সালাম দেয়ার রীতি চালু করার জন্য কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন।

জাতীয় সংসদে তিনি এই দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখলে বিএনপি ও জামায়াত সদস্যরা করধ্বনি করে তা সমর্থন করেন। স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মাওলানা সাঈদীর সাথে একমত প্রকাশ করে এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের জন্য নোটিশ দেয়ার পরামর্শ দেন।

বৈধতার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭(২) বিধি অনুয়ায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। তা করলে সম্পূর্নরূপে শিরক হবে। এই বিধি মুসলমান সংসদ সদস্য হিসেবে আমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করছে।

তিনি বলেন, সংবিধানের ৮ম ধারায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ বিধি সংবিধানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মাথা ঝুঁকানোর এই শিরকী প্রথা চালু থাকলে প্রত্যেক সদস্যকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মাওলানা সাঈদী কুরআন শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নিজের ঘরে ও অন্যের ঘরে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান করার নির্দেশ আল্লাহ্ ঈমানদারদের প্রতি দিয়েছেন। দুনিয়ার কোন দেশে কি প্রথা চালু আছে তা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি সংসদে প্রবেশ করে অত্যন্ত স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উচ্চারণে পেশ করেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহে' ওয়া রারাকাতুহু এটাই আমাদের রীতি হওয়া উচিত। এ জন্য কার্যপ্রণালী বিধির সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেবেন আশা করি।

বিএনপি ও জামায়াত সদস্যরা করধ্বনি করে মওলানা সাঈদীর বক্তব্য সমর্থন করেন। খ. ম. জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজন আওয়ামীলীগ সদস্য এ সময় দাঁড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলে

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেত্রী তাদের হাতের ইশারায় বসিয়ে দেন। ফলে এ নিয়ে কেউ আর আপত্তি করেনি।

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যের জবাবে বলেন, আপনার বক্তব্যের জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার চিন্তাধারার সাথে আমি একমত। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন বা পরিবর্তন করার এখতিয়ার আমার নেই। আপনি এ বিষয়ে নোটিশ দিতে পারেন। সংসদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। স্পীকারের বক্তব্যও সংসদ সদস্যরা করধ্বনি করে সমর্থন করেন।

২৫ জুলাই '৯৬

এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ করুন

জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো জাতীয়করণের দাবী জানিয়েছেন। এ সম্পর্কিত এক নোটিশে তিনি বলেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত দেশের ১৭ হাজার ৪৮টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৮৫ হাজার ২শ' ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১৭ লাখ ৯ হাজার ৮ শত ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সাবেক সরকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর হয়নি। দেশের ধর্মভীরু ইসলাম প্রিয় জনসাধারণ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শিশু সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা শেখাতে চায়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুন। কাজেই উক্ত অতীব জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ২৫ জুলাই '৯৬

উত্তরবঙ্গকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করুন ঃ মওলানা সাঈদী

দেশের ১৮টি জেলায় মারাত্মক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের দাবী জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে তার মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশে উত্তরবঙ্গকে বন্যা দুর্গত এলাকা ঘোষণা করার দাবী জানান।

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নোটিশের জবাবে কৃষি ও ত্রাণ মন্ত্রীর পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুহাম্মদ নামিস বলেন, সরকার দেশের বন্যা দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দুর্গত মানুষকে উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে। ডাক ও তার মন্ত্রী সংসদে বন্যা দুর্গত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, এ পর্যন্ত দুর্গত মানুষের জন্য ২ হাজার ২৪০ মেঃ টন চাল, ১৫ লাখ টাকা নগদ মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও গৃহ নির্মাণ বাবদ ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মওলানা সাঈদী তাঁর নোটিশে বলেন, দেশের বন্যাকবলিত বিভিন্ন জেলার চার লাখ দু'হাজার পরিবারের আঠারো লাখ ৫০ হাজার মানুষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ লাখ ৮৩ হাজার থাকার ঘর বাড়ী, ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৮টি বন্যাকবলিত জেলায় চার হাজার পাঁচ'শ গবাদি পশু মারা গেছে। উত্তারাঞ্চলের বন্যা কবলিত কয়েকটি জেলা সদরের সাথে অধিকাংশ থানার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে। মওলানা সাঈদী বলেন, সরকারী খবর অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৪শ' কোটি টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া দু'লাখ লোক এখনো পানিবন্দী। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ২৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্গত এলাকায় ওষুধ, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাব। সর্বত্র পেটের পীড়া। ত্রাণ তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এদিকে আবার নতুন করে আজ শরীয়তপুরের কীর্তিনাশা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জাজিড়া, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, গোসাইরহাট ও ডামুড্যা থানার ২০টি ইউনিয়নের আড়াই লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানিতে ডুবে ২টি শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় দুর্গত এলাকায় ওষুধ, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সর্বত্র পেটের পীড়া দেখা দিয়েছে। ত্রাণ তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

২৬ জুলাই '৯৬

আওয়ামী লীগের যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন ঃ মওলানা সাঈদী

গত রোববার জাতীয় সংসদে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি সম্পর্কে ৬৮ বিধি অনুযায়ী জামায়াত সংসদীয় গ্রুপ নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগের যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা চেয়েছিলেন,

ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন। মওলানা সাঈদী তার বক্তব্যে আরও বলেন, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষও আজ মনে করতে পারে না দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর আলোচনা হচ্ছে এবং এতে শরীক হতে পেরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে উদ্বেগ প্রকাশ করছি ইতিপূর্বে এ রকম আলোচনার বহু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এর ফলাফল হয়েছে শূন্য। আজকের আলোচনায় যদি সরকারের বিবেক জাগ্রত হয় খুশী হবো।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশে বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি চরম অবনতি ঘটেছে। সরকারের মূল দায়িত্ব মানুষের জানমাল-ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমানে এর কোনটাই নিরাপদ নয়। আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ তোমাদের সম্মান আজকের দিন, এই মাস এবং এই শহরের মতই পবিত্র"।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। মানুষের জীবন হত্যার চেয়েও সহজ হয়ে গেছে।

মাননীয় স্পীকার, দুর্ভাগ্য এই দেশের দুর্ভাগ্য এই জাতির যখনই যে দল ক্ষমতায় আসে তখনই সেই দল তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে Sugar Coted way'তে ব্যবহার করে। সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়; শুধু জন্ম দেয় না তা লালন পালন করে বৃদ্ধি করে।

মাননীয় স্পীকার, আপনি হয়ত পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদেরকে যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়া হয় তাহলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে দিতে পারি। কিন্তু কেন তারা পারেন না সেটাই হল প্রশ্ন।

দেশের বর্তমান আইন-শৃংখলার অবনতি বোঝার জন্য আমি এখানে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের হেড লাইন পড়তে চাই-

- খুলনা বিভাগে চরমপন্থীদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। গত ১ মাসে সেখানে- খুন হয়েছে ২১ জন (ভোরের কাগজ-৩/৮/৯৬)
- রাজধানীতে অবৈধ অস্ত্রের কারখানা আবিষ্কার, আগ্নেয়াস্ত্র, ওয়ারলেস সেট উদ্ধার হয়েছে। ঢাকায় অবৈধ অস্ত্র তৈরী ও বিক্রির অভিযোগ (জনতা-১৯/৮/৯৬)
- চট্টগ্রামে একজন অপহৃত স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্ত্রাসীদের হাত হতে পালিয়ে এসেছেন (১১/৮/৯৬- আজকের কাগজ)।
- রাজধানীতে নরক দর্শন করতে হলে ঘুরে আসুন তিনটি বাস টার্মিনাল। (২১/৮/৯৬- ভোরের কাগজ)
- সীমান্ত এলাকায় প্রতিদিন নারী শিশু পাচার হচ্ছে (১৪/৮/৯৬- ভোরের কাগজ)।

- খুলনায় পুলিশ ক্যাম্প থেকে ৭টি রাইফেল ও ৬২ রাউন্ড গুলী লুট (১১/৮/৯৬ সংবাদ)।
- চূড়ান্ত তালিকার ২০ হাজার সন্ত্রাসী থেকে ৮ হাজার বাদ দেয়া হয়েছে। বাদপড়া সন্ত্রাসীরা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী (৯/৮/৯৬ সংগ্রাম)।
- বিমান বন্দরে দুই জন কাস্টমস ইনস্পেক্টর বৃটিশ পাসপোর্টধারী সিলেট নিবাসী এস, মিয়াকে পিটিয়ে হত্যা করেছে (৮/৮/৯৬- জনতা)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে পরিণত, ভিসি এবং ৫ জন প্রোভোস্ট পদত্যাগ করেছে কেন ?
- বগুড়াতে সরকারী মতামতানুযায়ী ৪ জন (৩ জন ছাত্র ১ জন পুলিশ) বেসরকারী মতে ৭ জন নিহত।

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব চিত্র আসার পরে মাননীয় স্পীকার, দেশের আইন-শৃংখলা সুষ্ঠু আছে– এমন কথা একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মনে করতে পারে না। তাই আজকে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, সরকার যতই সাফাই গান না কেন, দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। দুই নেত্রী যদি আন্তরিকভাবে একমত হন তবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে এতে সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে যে ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন। সরকার জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা চাই সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করুক। কিন্তু আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা হবে ভয়াবহ।

আমাদের পাঠক্রম থেকে ছাত্রদের ইসলামিয়াতের নম্বর ১০০ থেকে কমিয়ে ৫০ নম্বর করে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এটা শুভ লক্ষণ নয়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে আল্লাহর রহমত সেদিন থেকে উঠে গিয়েছে যেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে, কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।

আজ সিলেবাসে আল্লাহ নামের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা লেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় আজ-ছবি টাঙ্গাতে বলা হয়েছে। রাসূলের হাদীস রয়েছে যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না। এসব পদক্ষেপের জন্য মারাত্মক অকল্যাণ হবে, আর এর দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

৩০ আগষ্ট '৯৬

সংসদের প্রথম অধিবেশনের পর্যালোচনা

মওলানা সাঈদীর ভূমিকা ছিল সাবলীল

সোনার বাংলা প্রতিবেদন ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হলো। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদে এবার যে আচরণ দেখিয়েছেন এবং যে ধরনের কর্তাবার্তা বলেছেন, তাতে জাতি হতাশ না হয়ে পারেনি। সংসদ নেত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্য কখনই দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে একটুও সরে আসতে পারেনি। এরপরও দু'চারজন সদস্য সংসদে তাদের কথা এবং আচরণে মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, তারা এই দেশকে এই দেশের মানুষ নিয়ে ভাবেন এবং ভালোবাসেন। আমরা দু'জনের নাম উল্লেখ করতে পারি। বিএনপি'র সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

বিএনপি'র সাইফুর রহমান সংসদে যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে এবং যে বোধ থেকে বক্তৃতা করেছেন সবাই যদি এমনটি করতেন তাহলে এ জাতির এত দুর্ভাগ্য মাথায় এসে ভর করতো না। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য না হলে দেশ এগুতে পারবে না। তিনি এর জন্য রাজনৈতিক মতৈক্যের কথা বলেছেন। আসলে সাইফুর রহমানের চিন্তাধারা যে অত্যন্ত ইতিবাচক ইতোমধ্যেই তিনি তা প্রমাণ করেছেন।

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীই জাতীয় সংসদের সম্ভবতঃ একমাত্র সদস্য যার বক্তৃতার সময় কখনও কোন দলের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান করা হয়নি। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। সাঈদীর কোন বক্তৃতাই বিষয়বস্তুকে এড়িয়ে যায়নি। তিনি যে কথটা বলতে চান- তা সরাসরি এবং যুক্তি দিয়ে বলেন। তিনি কোরআন -হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে যেভাবে বক্তব্য প্রদান করেন তা জাতীয় সংসদে অতীতে আর দেখা যায়নি। এটা জাতীয় সংসদের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। মওলানা সাঈদী "সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতিকে শিরক" হিসেবে উল্লেখ করে প্রথমেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তার এই বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ জানাননি।

তিনি এই রীতির পরিবর্তন করে ইসলাম সম্মত সালাম দেয়ার রীতি চালু করার জন্য কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনেরও দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মওলানা সাঈদী নোটিশ দিয়েছেন। জাতি আশা করছে এটি বাস্তবের মুখ দেখবে। তবে ইতোমধ্যেই সাঈদীর এই বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন সংসদে শুরু হয়ে গেছে। জামায়াতের সংসদ সদস্যগণ এখন সালাম দিয়ে অধিবেশন কক্ষে ঢুকছেন। এ ছাড়াও বিরোধীদলীয় উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন অন্য দলের সংসদ সদস্যও মাথা না ঝুঁকিয়ে সালাম দিয়ে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করছেন। তাই বলা যায়, মওলানা সাঈদীর এই ঘোষণা ইসলামের পক্ষে, শিরকের বিপক্ষে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সাঈদী একজন সুবক্তা-এ কথা তার শত্রুরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে একজন গতানুগতিক ওয়ায়েজ নন তা সংসদে ইতোমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। বাজেট বক্তৃতার মাধ্যমে সাঈদী এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ আধুনিক চিন্তাধারা থেকে একচুল পরিমাণও পিছিয়ে থাকতে পারেন না। তাই দেখা যায় যে, সাঈদী যখন বাজেট বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনাসহ প্রত্যেক সংসদ সদস্য অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার যুক্তিপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং গঠনমূলক বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বাজেটের উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলোর উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক মুক্তির আসল পথ কোনটি। তিনি সুদ এবং যাকাতের যে ব্যাখ্যা অল্প কথায় দিয়েছেন তা যেমন আকর্ষণীয় তেমন যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, সুদ হলো– 'গরীবের পকেটের অর্থ ধনীর পকেটে ঢুকানোর পদ্ধতি। আর যাকাত হলো ধনীর পকেটের অর্থ গরীবের পকেটে পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি'। বাজেট বক্তৃতা দেয়ার সময় দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক সদস্যই বাজেটের ওপর বক্তৃতা না দিয়ে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। বিভিন্ন দলের সিনিয়র সংসদ সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু একমাত্র সাঈদীই এবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বাজেটের ওপর বক্তৃতা করতে গিয়ে একাধারে ইসলামী অর্থনীতির ওপর কথা বলেছেন, রাজনীতির ওপর কথা বলেছেন, বাজেটের খুঁটিনাটি দিক ব্যাখ্যা করেছেন, নিজ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করেছেন।

সংসদ সদস্যদের ভাষা ব্যবহারের যে দুর্বলতা রেডিও, টিভির মাধ্যমে জনগণ এখন জানতে পারছেন তা জাতির জন্য সত্যিই লজ্জাজনক। আঞ্চলিক উচ্চারণ তো আছেই সাধু-চলিত ভাষার ব্যবহারের পার্থক্যটুকুও অনেক সদস্য জানেন না। সম্ভবত একমাত্র মওলানা সাঈদীই সঠিক, শুদ্ধ এবং সাবলীল ভাষায় সংসদে বক্তব্য রাখেন। ইতোমধ্যে অনেকেই এটা স্বীকারও করেছেন।

তাই দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকাটি মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছে যে, "প্রথমবারের মতো সংসদে এসে মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভূমিকা ছিল সাবলীল। আগামীতে তিনি আরো ভালো করবেন এ প্রত্যাশা করছেন অনেকেই"।

০৬ সেপ্টেম্বর '৯৬

সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু

বর্হিবিশ্বে সংসদীয় কার্যক্রমের পক্ষপাতমূলক ক্যাসেট বাজারজাতকরণ বন্ধ করুন ঃ সাঈদী

গতকাল জাতীয় সংসদের বৈঠকে সংসদ কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ টেলিভিশনের ধারণকৃত অনুষ্ঠান থেকে ৮টি ভিডিও সিরিজ তৈরী করে তা বিদেশে ছাড়ার বৈধতা সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এই সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধি অনুযায়ী বিষয়টি জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন হওয়ায় একটি নোটিশ দেন।

মওলানা সাঈদী তার নোটিশটি তুলে ধরে বলেন, প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও গ্রেট বৃটেনে ৩ সপ্তাহ সফর শেষে গত পরশু আমি দেশে ফিরেছি। আমি জানতে পারলাম এসব দেশে বিটিভি'র ৮টি ক্যাসেটের 'সংসদ অধিবেশন' নামের একটি ভিডিও সিরিজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হয়েছে। ক্যাসেটগুলোতে ১ম অধিবেশনে সরকারী দলের বক্তব্য হাইলাইট করা হয়েছে, আর বিরোধী দলের বক্তব্যের ছোট ছোট অংশ এবং সঙ্গত কারণেই ফাইল চাপড়ানোসহ নেতিবাচক অংশটুকু বেশী করে দেখিয়ে দুনিয়াব্যাপী সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা খাটো করে বিরোধী দলকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

জনাব সাঈদী বলেন, এই সংসদে জামায়াতের সদস্য সংখ্যা নিত্যান্ত কম হলেও দেশ ও বিদেশে পরিচিত একটি উল্লেখযোগ্য দলের আমি প্রতিনিধিত্ব করি এই সংসদে। বিগত সেশনে এই সংসদে আমি স্পীকারকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শনের মত মারাত্মক শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের কথা বলেছি, মৃত মানুষের প্রতি নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানোর রীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছি। বাজেটের উপর প্রায় অর্ধঘন্টা আলোচনা

করেছি। এছাড়া সংসদে আলোচিত প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছি। অথচ ঐ ক্যাসেটগুলোতে আমার একটি ওয়াক আউট-এর দৃশ্য ছাড়া ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি লাইনও দেখানো হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে– আমার অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এ কাজটি যদি বিটিভি তার ইচ্ছেমাফিক করে থাকে তাহলে আপনার মাধ্যমে এর প্রতিকার চাই আর সরকারী দলের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকলে এ মানসিকতার পরিবর্তন চাই। হিংসাকাতর নয়, বরং বড়মনের পরিচয় দেখতে চাই। সকল বিষয়ে সংসদে দলীয় সংখ্যার অংশীদারিত্বের আনুপাতিক হারে সংসদে কথা বলার ও প্রচারসহ সকল বিষয়ে অধিকারের গ্যারান্টি চাই। সুতরাং বিটিভি পরিবেশিত ক্যাসেটের এ কার্যক্রম জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে হেয় করা হয়েছে বিধায় বিষয়টির প্রতি আমি তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরে স্পীকার বলেন, আমি এবং সংসদ সচিবালয় এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নই। আমরা বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবো।

০২ নভেম্বর '৯৬

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আলোচনা

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন

মাননীয় স্পীকার, দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর খোলামন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমালোচনার জন্য সমালোচনা করে কাউকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শংকিত চিত্তে মনে করি গরীব এই দেশটির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সব থেকে বেশী জরুরী।

দেশের গরীব জন সাধারণ বুকভরা আশা নিয়ে ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। গুলশান বনানীতে বাড়ী বা প্রতিদিন পোলাও কোরমা সরকারের নিকট তাদের দাবী নয়।

এ গরীব জনগোষ্ঠীর দাবী খুবই সামান্য। তাদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য স্বল্প মূল্যে মোটা চালের ভাত, মোটা সুতার কাপড় এবং রাতে চোর ডাকাতের উপদ্রবহীন নিদ্রা, জনগণের এই সামান্য দাবী এযাবত কালের প্রতিটি সরকারই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের জনগণকে শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করা সরকারের প্রধানতম দায়ীত্ব।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি দেশে যে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে তা সরকারের স্বীকার করা উচিৎ। এ বাস্তবতা মেনে নিলে আমরা একটি সুন্দর সমাধানে পৌছুতে পারব। নতুবা পরস্পরকে দোষারোপ করে এবং আক্রমন ও পাল্টা আক্রমন করে বক্তব্য রেখে এই আলোচনা হবে এক নিরর্থক আলোচনা।

মাননীয় স্পীকার, অতীতে এ দেশে কখনও আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি বিষয়টি এমন নয়। এ অবস্থা অতীতের সরকারগুলোর আমলেও ছিল তবে বর্তমান সরকারের আমলে অপরাধ প্রবণতার হার দ্রুত বেড়েই চলেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমার কালেকশনে বর্তমান সরকারের বিগত ৪ মাসে সংঘটিত অপরাধ প্রবণতা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিত্রকার কাটিং রয়েছে। এসব জাতীয় দৈনিকগুলো বলছে গত ১০/১১/৯৬ ইং পর্যন্ত বিগত ৪ মাসে দেশে খুন হয়েছে ২৩৪ টি এবং পুলিশের হাতে খুন হয়েছে ৭টি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ৯৭টি, চুরি সংঘটিত হয়েছে ১১০৪টি এবং ১৩৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষিতা হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন।এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা এবং অমানবিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলছে।

এগুলো বন্ধ করার জন্য আমদেরকে খোলামন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সাধারণত ২টা কারণে সৃষ্টি হয়। একটি রাজনৈতিক ও অন্যটি পেশাদার অপরাধী চক্র দিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। এখানে সরকার যদি নিজের দলের অপরাধীদের ছাড় দেন, অন্যদের প্রতি কঠোর হন তাহলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি আদৌ সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পীকার, অপরাধ প্রবণতার দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক– রাজনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য বল প্রয়োগ নয়, যুক্তি নির্ভর উদারতা, সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এগুতে পারলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সম্ভব, তাছাড়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন, পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার প্রয়োজন, বিচার বিভাগেও সংস্কার প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, দেশের দেড় কোটি যুবক আজ বেকারত্বের অভিশাপে চরম হতাশায় জর্জরিত। হতাশা তাদেরকে ড্রাগ এডিকটেড করেছে। তাদের অনেকেই আজ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যুব সমাজকে অধঃপতনের অতল গহবর থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব সরকারের, সমাজের, আমাদের সকলের।

মাননীয় স্পীকার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ যুব চরিত্র বিনষ্ট হওয়া। আর এ চরিত্র ধ্বংস হবার প্রধানত কারণ হচ্ছে ডিশ এন্টিনা, ব্লুফিল্ম, অশ্লীল ম্যাগাজিন, ফেনসিডিল, মদ, জুয়া, পতিতালয় ইত্যাদি। বর্তমান সরকার সত্যিকার পথে যদি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলে এ মহান সংসদে কিছু জরুরী বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সে জরুরী বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইরানের মত আমাদের দেশে ডিশ এন্টিনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

দুই ঃ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এ যাবত ট্রেজারী বেঞ্চে যারাই বসেছেন মদের পক্ষে তারা ওকালতি করার চেষ্টা করেছেন–তারা বলেছেন যে মদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অবশ্য বর্তমান সরকার যখন বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন তখন তারা মদ-জুয়া- নিষিদ্ধের দাবী জানিয়েছিলেন। এখন তারা ক্ষমতায় এসেছেন- এখন মদ-জুয়া বন্ধ করার জন্য কারো নিকট দাবী করার প্রয়োজন নেই। এখন সরকার মদ-জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রমাণ করুন তাদের কথা ও কাজে মিল আছে।

তিন ঃ অতীতের প্রায় সকল সরকারই ছাত্রদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেই সাথে গরীব বেকার ও শিক্ষিত যুবকদেরকে অর্থের বিনিময়ে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত খোলামন ও আন্তরিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছেন– 'যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সাময়িক ভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিৎ'।

মাননীয় স্পীকার, অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, সরকার এব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাননি। আমিও একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হলে মাননীয় প্রেসিডেন্টের এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন।

চার ঃ দেশের অসংখ্য অবৈধ অস্ত্র ছড়িয়ে আছে। অবৈধ অস্ত্র যার কাছে থাকুক যে দলের লোকের হাতে থাকুক এবং যেখানেই থাকুক মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে তা বলিষ্ঠতার সাথে উদ্ধার করতেই হবে।

সব শেষে মাননীয় স্পীকার আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সকলকে একটি আবেদন জানাতে চাই–

তাহচ্ছেঃ আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন এবং যে চেয়ার থেকে কথা বলছেন তা চিরস্থায়ী নয়। এখানে অনেকেই এসেছেন এবং অনেকেই চলে গেছেন একদিন আমাদেরকেও চলে যেতে হবে। একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাজির হয়ে আমাদের কৃতকর্ম ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আল্লাহর বিধান চালু করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সুতরাং আসুন আমরা ১২ কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্র আইন কায়েম করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করি।

২২ নভেম্বর '৯৬

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

সংসদে বিদ্যুৎ নীতির উপর সাধারণ আলোচনা

বিদ্যুৎ খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর ঃ সাঈদী

মাননীয় স্পীকার, জাতীয় বিদ্যুত নীতির উপর সাধারণ আলোচনা করার সুযোগ দেয়ায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা যখন সংসদে কথা বলছি তখন রেডিও ও টিভির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের এই কথাগুলো শুনছে। "বিদ্যুত খাতকে বিদেশের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে" এমন ধরনের নাজুক কথাবার্তা আলোচনায় এবং পত্রিকায় আসার কারনে বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বিদ্যুত হলো বর্তমান সভ্যতার প্রানশক্তি। দেহ ও প্রান আলাদা হলে জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়। তাই দেহ ও প্রান একত্রে থাকাই নিরাপদ। বিদ্যুত নামক এ প্রানশক্তিকে কোনক্রমেই অন্য দেশের হাতে তুলে দেয়া যায় না। আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ। এ দেশের কৃষিখাতকে গুরুত্ব দেয়ার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ সব প্রযুক্তি বিদ্যুতের সাথে জড়িত। বিদ্যুত না থাকলে অথবা নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা না থাকলে এসব প্রযুক্তি মাঠে মারা যাবে।

বরেন্দ্র প্রকল্পসহ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সেচ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি বিদ্যুতের চাবিকাঠি ভিন্ন দেশের হাতে তুলে দেয়া হয়। এবং কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষন ব্যবস্থা জোরদার করে বিদেশে রফতানী করে যে টাকা উপার্জন করার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে তাও ব্যর্থ হবে।

বাংলাদেশ শিল্পের দিক দিয়ে অনেক পিছনে। বর্তমান সরকার শিল্পখাতকে বেশ গুরুত্ব দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এ সংসদে শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন।

মাননীয় স্পীকার, একটা কথা চালু আছে If there is electricity there is industry and if there is no electricity there is no industry.

সুতরাং বিদ্যুত যদি ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয় তাহলে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর শিল্প উজ্জ্বল না হয়ে অন্ধকার হয়ে যাবার সম্ভাবনাই হবে বেশী।

মহল বিশেষের পক্ষ থেকে কথা উঠেছে যে, ভারত বিদ্যুত উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশ আভ্যন্তরীন সকল প্রকার চাহিদা ও প্রয়োজন মিটিয়েও ভারতে বিদ্যুত অবশিষ্ট থাকে এবং সেখানে খুব সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

সুতরাং বাংলাদেশ খুব সস্তায় ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানী করতে পারে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ- অতীতে যেমন ভারতকে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার অনুমতি দিয়ে (আওয়ামীলীগ সরকার) বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গংগা নদীর পানি এক তরফা ভাবে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান (আওয়ামীলীগ) সরকার ভারতে থেকে বিদ্যুত আমদানীর নামে দেশের বিদ্যুত খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছেন।

এসব অযুহাতে ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানীর নামে বিদ্যুত খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হলে দেশের অর্থনীতির চাবিকাঠি শিল্প, কল কারখানা ধ্বংস হয়ে দেশ সম্পূর্ণভাবে ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানীর অপরিনামদর্শী সীদ্ধান্ত ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদনের ভারতীয়দের অভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ এনে দেবে।

কাজেই বিষয়টি সকল মহলকে গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে হবে।

বর্তমানে বিদ্যুত ঘাটতির যে কথা বলা হচ্ছে তা আদৌ তথ্য ভিত্তিক সত্য নয়, বিদ্যুতখাত বিদেশের হাতে তুলে দেয়ার জন্যই মহল বিশেষের পক্ষ থেকে বিদ্যুত ঘাটতির কথা রটানো হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে মোট বিদুতের চাহিদা ১৮০০ শত থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট। আর বর্তমানে ১৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত দেশে উৎপাদিত হচ্ছে।

বন্ধ প্রকল্পগুলো চালু এবং ব্যবস্থাপনার আরও উন্নয়ন করা হলে দেশে ২৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন হতে পারে।

রাউজানের ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বিদ্যুত প্রকল্প, আশুগঞ্জে ৯০ মেগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুত প্রকল্প ও শিকল বহা ৬০ মেগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুত প্রকল্প ৩ টি গত ৩ মাস পূর্বে বন্ধ হয়ে গেছে।

হরিপুর, ঘোড়াশাল ও সিদ্দিরগঞ্জে বিদ্যুত উৎপদান হ্রাস পেয়েছে এ সব বিদ্যুত প্রকল্পগুলো চালু করা হলে বিদ্যুত ঘাটতি থাকতে পারেনা।

মাননীয় স্পীকার

এসব তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, মূলতঃ আমাদের দেশ বিদ্যুত ঘাটতি নেই। চুরি, অপরাধ, সিষ্টেম লস ও দুর্নীতি রোধ করতে পারলে আমাদের দেশে বিদ্যুত ঘাটতি থাকেছেনা বরং উদ্বৃত্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ, কাজেই বিদেশ থেকে বিদ্যুত আমাদানীর প্রশ্নই ওঠেনা।

তাই ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানীর পরিবর্তে সিষ্টেমলস, চুরি, অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করে বন্ধ বিদ্যুত প্রকল্পগুলো চালু ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরনের জন্য সরকারের প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, পরিশেষে- আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার বিবেকের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

'সিষ্টেমলস' বলে একটি কথা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষকে শুনানো হয়; এবং তাদের কাছ থেকে কসাইয়ের মত সিষ্টেম লসের টাকা আদায় করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান চালু না থাকায় এবং আখেরাতের জবাবদিহির অনুভুতি না থাকায় বিপুল পরিমান বিদ্যুত চুরি হয়। বিদ্যুত চোরদের জন্য বিদ্যুতের যে ক্ষতি হয়- সেই ক্ষতিপূরন করার জন্য চুরি যাওয়া বিদ্যুতের টাকা লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এধরনের অন্যায় শোষন ও জুলুমের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করতে হবে।

তাই অনতিবিলম্বে সিষ্টেমলস পদ্ধতিকে বে-আইনী ষোষনা করা হোক এবং সরকারী বেসরকারী সকল বিদ্যুত চোরদের সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

২১ নভেম্বর '৯৬ **সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার**

সংসদে শিল্পনীতির ওপর মাওলানা সাঈদীর ভাষণ

(গত ১০/১১/৯৬ এ জাতীয় সংসদে শিল্পনীতি ও বেসরকারী নীতির উপর সাধারণ আলোচনাকালে মাওলনা সাঈদীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমুদুহু ওয়া নুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম, শিল্পে যে দেশ যত উন্নত পৃথিবীতে সে দেশ তত উন্নত ও মর্যাদাশীল। শুধু তাই নয় বিশ্বনেতৃত্বের চাবিকাঠি ও তাদের হাতে। তাই শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য মাননীয় স্পীকার আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পীকার, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে সরকারের পলিসি নির্ধারণ করতেহয়। যেখানে গণতান্ত্রিক সরকার থাকে সেখানে জাতীয় সংসদেই সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ না করে শুধু যদি কোন একটি অংশ বা সেক্টরের নীতি-নির্ধারণের জন্য যাওয়া হয় তাহলে তা সুষ্ঠু নীতি হতে পারে না। তবুও শিল্পনীতি ও বেসরকারী নীতির উপর যে সাধারণ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। তবে শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প, বাণিজ্য, দেশী এবং বিদেশী, শ্রম, অর্থ ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও একই সাথে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ

করে যেমন কোন ফায়দা হয়নি, যার ফলে শিল্প ও কলকারখানার লোকসান দিতে হয়েছে এবং আজও বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য উঠে পড়ে লাগা হয়েছে। তেমনি মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে নিজেদের শিল্প কলকারখানাকে প্রটেকশন দেবার পরিবর্তে যদি উন্নত ও বন্ধু দেশের উৎপাদিত দ্রব্য অবাধে দেশে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয় তবে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠতে পারবে না, আর শিল্প নীতির এ আলোচনা বিফলে যাবে। তাই শিল্পের যদি উন্নতি চাওয়া হয় তাহলে প্রথমেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেসব শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে ও যেসব শিল্পে কিছু সহযোগিতা দিলে কিছুদিন পরে চাইলে বিদেশের বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবো বা নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারবো, সেসব শিল্পকে প্রটেকশন দেয়ার লক্ষ্যে তাদের জন্য ট্যাক্স হলিডের সুযোগ করতে হবে, তাদেরকে গ্যাস, বিদ্যুৎ স্বল্পমূল্যে অথবা COST PRICE এ সরবরাহ করতে হবে, তাদের বিনা সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হবে। উদ্যোক্তাদের Income tax ধার্যের ক্ষেত্র সহজতর করতে হবে। ঐসব শিল্পের উৎপাদিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। অন্যদিকে এ সমস্ত শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে যাতে ব্যাপক মুনাফার লোভে বেশী মূল্য না নির্ধারণ করে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিদেশে রয়েছে, তাদের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী মিশনকে তৎপর হতে হবে। অন্যান্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে এজন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক মিশনে বিশেষ ব্যবস্থাও নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে আমাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের যেমন পাট, চা, চামড়া, হিমায়িত মাছ এর চাহিদা আছে, কিন্তু সরকারের ভ্রান্তনীতি ও উদ্যোগের অভাবে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারছে না।

মাননীয় স্পীকার, বিদেশনীতির সাথে শিল্পনীতির একটা যোগসূত্র রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ও মুসলিম দুনিয়াতে আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও সেসব দেশে আমাদের মিশনগুলো সেদেশে জনমত গঠন ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঐসব দেশের ভাষায় দক্ষ ও ঈমান আক্বীদার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের আমাদের মিশনসমূহে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, শিল্প উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে নুতন করে চিন্তা করতে হবে। চিন্তা না করে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অতীতে ফারাক্কা বাঁধের সুযোগ দেয়া হয়েছিল চিন্তাভাবনা না করেই। ফলে আজ দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষকে কখনও পানিতে ডুবে আবার কখনও পানির অভাবে মরতে হচ্ছে।

একইভাবে চিন্তাভাবনা না করে যদি বিদ্যুতের চাবিকাঠি ভারতের হাতে দেয়ার জন্য ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনা হয় তাহলে দেশে যেটুকু শিল্পকারখানা আছে তাও আঁতুড় ঘরে পলাটিপে হত্যা করার শামিল হবে। বিশ্ব জনমত গঠন করে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি আদায় করতে হবে। আর তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্পোন্নয়ন করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা সবাই জানি, Land, Labour, Capital & Organization are The Factors of Production, এ ফ্যাক্টরগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। এই ফ্যাক্টরগুলোর মাঝে সুসম্পর্ক ছাড়াও উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী নীতির ফলে মালিক শ্রমিকের মাঝে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের না হয়ে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হওয়া উচিত। মানবতার মুক্তিদূত সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই, তাদেরকে তাই খেতে দাও যা তোমরা খাও। তোমরা তাদের তাই পরতে দাও যা তোমরা পর, তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিয়ো না।" আমরা নামায, রোজা করি, হজ্জ করি, উমরাহ করি নবীর (সঃ) উম্মত বলে দাবী করি, কিন্তু নবীর নীতি কতটুকু পালন করি তা শিল্পনীতি গ্রহণ করার সময় ভেবে দেখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, বেসরকারীকরণ নীতির প্রশ্নে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, 'সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল'- কিন্তু এই ভুল সংশোধন করতে যেয়ে আরেকটা ভুল আমরা যেন করে না বসি। যেমন বেসরকারীকরণের নামে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প ও কলকারখানাগুলো পানির দরে আত্মীয়-স্বজন, দলীয় লোকদের মাঝে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। সে সমস্ত কলকারখানায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান না করে হাজার হাজার মানুষকে বেকার করে ফেলা হয়েছে। ফলে আমি মনে করি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা বন্ধ হোক এ ধরনের কলকারখানায় বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়া হোক। ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে ও রাষ্ট্রায়াত্ত কলকারখানা উন্নতি হবে। তাছাড়া ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রীয় কাজে প্রয়োজনীয় কলকারখানাগুলো রাষ্ট্রীয় অথবা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, নয়া শিল্পনীতি গ্রহণে আমার কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে ঃ-

এগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ সরকারী উদ্যোগে শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দুই ঃ পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে সরকারী উদ্যোগে 'শিল্পব্যবস্থাপনা' গবেষণা আরও ব্যাপকতর করতে হবে।

তিন ঃ পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও বিপণন এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতিকে প্রটেকশনে রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে।

চার ঃ শিল্পোন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধান করতে হবে।

পরিশেষে আমি আপনার মাধ্যমে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে– শিল্প ক্ষেত্রে বিরাজমান বন্ধ্যাত্ব ও বিশৃংখলা দূর করে শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ, দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, বেকার সমস্যার অবসান, শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্পপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে সম্পদ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এটাই হওয়া উচিৎ শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

লন্ডনে বিশাল গণসম্বর্ধনা

পাশ্চাত্য সমাজে চরিত্র ও সৎ নেতৃত্বের সংকট মহামারী আকার ধারণ করেছে ঃ মওলানা সাঈদী

লন্ডন ◆ বিশ্ব জুড়ে আজ যে জিনিসটির তীব্র সংকট তা খাদ্য বা বস্ত্র নয়, বরং সংকট হচ্ছে চরিত্র ও সৎ নেতৃত্বের। পাশ্চাত্যে এই সংকট আরো মহামারী আকার ধারণ করেছে।

জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী লন্ডনে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ গণসম্বর্ধনা সভায় এ কথা বলেন।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট মোসলেহউদ্দীন ফারাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'মওলানা সাঈদীর সম্বর্ধনা কমিটি'র আহবায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল বারী স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বর্ষণকে উপেক্ষা করে মওলানা সাঈদীকে সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই প্রবাসীরা সভাস্থলে সমবেত হতে থাকেন। বেলা এটারটায় দিকে সভাস্থলে মওলানা সাঈদী উপস্থিত হলে অপেক্ষমান জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী শামসুল আলম। ছোট্ট শিশু এমরান ও মুহাম্মদ শাহেক তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আফগান মুজাহিদ নেতা ডঃ আমার ইয়ার খান, লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস বরার কাউন্সিলর শাহাবুদ্দিন, বিশিষ্ট কমিউনিটি লীডার আইয়ুব খান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের আহবায়ক আকবর আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ছাত্র নেতা হামিদ হোসাইন আজাদ। গণসম্বর্ধনায় বক্তারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় মওলানা সাঈদীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সম্বর্ধনার জবাবে মওলানা সাঈদী আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে বলেন, পাশ্চাত্য সমাজে চরিত্র ও সৎ নেতৃত্বের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, এদের পারিবারিক বন্ধন বলতে আজ আর কিছুই নেই। এদের নারী সমাজ বল্গাহীনা, পুরুষরা যৌন উচ্ছৃংখ, যুবকরা মাদকাসক্ত, বৃদ্ধরা উপেক্ষিত, শিশুরা স্নেহ বঞ্চিত, সর্বোপরি সমকামিতার প্রচন্ড তোড়ে ভেসে যাচ্ছে এদের সকল প্রকার নীতি ও নৈতিকতার বাঁধ। এ চরম বিপর্যয় ঠেকাতে ইসলামের বিকল্প কিছুই নেই। এদের যাবতীয় অশান্তির সুখের ঠিকানা রয়েছে কেবলমাত্র ইসলামের কাছে। মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

দৈনিক ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মাওলানা সাঈদী

নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা-ব্যর্থতার মানদন্ড মনে করি না

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। একজন স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাসসিরে কোরআন। শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক পরিসরেও রয়েছে তার সুখ্যাতি। মূলতঃ ওয়ায়েজ হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলেও রাজনৈতিকভাবে তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য। অবশ্য দলীয় কর্মকান্ডে কখনোই সক্রিয় ছিলেন না তিনি। সুকন্ঠের অধিকারী মাওলানা সাঈদী সুবক্তা হিসেবে জনপ্রিয়। এবারই প্রথম তিনি জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নিজ এলাকা পিরোজপুর-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জামায়াতের জাঁদরেল নেতারা এই নির্বাচনে ধরাশায়ী হলেও আওয়ামী লীগ নেতা সুধাংশু শেখর হাওলাদার তার কাছে পরাজিত হন।

নির্বাচনী ফলাফলে দলীয় বিপর্যয়ের কারণে জামায়াতের তিন সদস্যের সংসদীয় দলের নেতার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর। ১২ জুনের নির্বাচনে জামায়াতের অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় আওয়ামী লীগের জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার সংসদে জামায়াতের ভূমিকা, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে দৈনিক ইনকিলাবের সাথে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন তিনি। গত শুক্রবার বিকেলে মাওলানা সাঈদীর শহীদবাগস্থ নিজ বাসভবনে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নিচে সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করা হলো।

প্রশ্ন ঃ ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

সাঈদী ঃ ১২ জুনের নির্বাচন সম্পর্কে আমরা আসলেই খুব আশাবাদী ছিলাম। দীর্ঘ সংগ্রাম হলো, জাতি অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডে আঘাত আসলো, জনগণ কষ্ট স্বীকার করলো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করেছিলাম যে, সকলের কাছেই এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। ভোটাররা অবাধভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সাহাবুদ্দিন সাহেব যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন '৯৬-তে এসে হাবিবুর রহমান সাহেব সে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারেননি। 'ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশান' বলতে যা বোঝায়-তা তিনি উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ নির্বাচনে জামায়াতের বিপর্যয়ের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন।

সাঈদী ঃ কেউ বলেছেন জামায়াতের ভরাডুবি হয়েছে, বিপর্যয় হয়েছে, কেউ বলেছেন জামায়াত ধরাশায়ী হয়েছে। কারো মতে বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদ উৎখাত হয়েছে- এই কথাগুলো আসলে কারা বলছেন এ কথাগুলো যারা সবচেয়ে বেশী বলছেন, তারা আমাদের দেশে বামপন্থী হিসেবে পরিচিত। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই নির্বাচনে তাদের পজিশন কি ? তারা নিজেদের দিকে তো তাকাচ্ছেন না যে, জনগণের কাছে তাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে। অথচ জামায়াত উৎখাত হয়েছে বলে তারা উল্লাস প্রকাশ করছেন। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। জামায়াতে ইসলামী অনেক আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এবার নির্বাচনে নেমেছিল ঠিকই। কিন্তু জামায়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-হয়েছে। অপপ্রচার হয়েছে। এনজিওরা তাদের বেনিফিশিয়ারীদের বিশেষ করে মহিলাদের বুঝিয়েছে যে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মহিলাদের ঘরের ভেতর আটকে রাখবে, বোরকা ছাড়া ঘর থেকে বের হতে দেবে না, চাকরি করতে দেবে না- এ সমস্ত ভয় দেখিয়ে ভোটারদের বিশেষ বিশেষ দলকে ভোট দিতে প্রকাশ্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং জামায়াতের ভরাডুবি হয়নি; বরং জামায়াত যে বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারেনি, তা হয়েছে। জামায়াত ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি যে, তাদের বিরুদ্ধে এতবড় ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। আমার মতে, ১৯৮৬ সনে যখন জামায়ত ১০টি আসন লাভ করেছিল তখনই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয় এ দেশ থেকে জামায়াতে ইসলামীকে উৎখাত করার জন্য। সেই ষড়যন্ত্র পূর্ণতা লাভ করে এই '৯৬'র নির্বাচনে। বলা যেতে পারে, এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কাছে জামায়াত এবার পরাজিত হয়েছে।

ধরাশায়ী হয়েছে, মুলোৎপাটিত হয়েছে বলে কেউ কেউ আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য জামায়াত বিগত ৫০ বছর যাবত এই উপমহাদেশে যে খেদমত করে যাচ্ছে তাতে জনগণ যদি সঠিকভাবে তাদের রায় প্রদানের

সুযোগ পায় এবং প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ থাকে, নির্বাচন যদি অবাধ হয় তাহলে জামায়াত আগামীতে তাদের কাংক্ষিত ফল লাভ করতে পারবে ইনশাল্লাহ।

প্রশ্ন : বিগত ৫০ বছর যাবত রাজনীতি করেও জামায়াত এই উপমহাদেশের কোন দেশে ক্ষমতায় তো যেতে পারেইনি, এমনকি ক্ষমতার কাছাকাছিও যেতে পারেনি। এটা কি ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না ?

সাঈদী : না। ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না এ জন্য যে, ইসলাম কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, তা আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের শত্রুরা বরদাশত করতে পারে না। আপনারা জানেন, আলজেরিয়া ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট শতকরা ৮০ ভাগ ভোট পেয়েছিল। সরকার গঠন করতে যাবে সে মুহূর্তে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়া হয়েছে। আফগানিস্তানে একই ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের কথা যারা বলেন, তারাই গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন। গণতন্ত্রের লালনভূমি বা সুতিকাগৃহ বলা হয় ইংল্যান্ডকে। সেই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছেন, ইউরোপে কোনো ইসলামী শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, আমরা তা বরদাশত করবো না। বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ঠিকাদার ক্লিনটন সাহেব বলেছেন, পৃথিবীতে লাল পতাকার পতন হবার পর কোনো সবুজ পতাকা উড়বে তা সহ্য করা হবে না। তিনি লাল পতাকা বলতে কমিউনিজমকে এবং সবুজ পতাকা বলতে ইসলামকে ইঙ্গিত করেছেন। এভাবে আন্তর্জাতিক চক্র বিশ্বব্যাপী যাতে কোথাও ইসলামের উত্থান হতে না পারে, ইসলাম যাতে কোনো দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে না পারে,-সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ৫০ বছরে জামায়াত কোন দেশে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। তা রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়। তাছাড়া নির্বাচনে জয়-পরাজয়কে জামায়াত ইসলামী আন্দোলনে সফলতা-ব্যর্থতার মানদন্ড মনে করে না। আল্লাহ কেয়ামতের মাঠে আমাদের জিজ্ঞেস করবেন না যে, তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আসনি কেন ? সেখানে জিজ্ঞেস করা হবে যোগ্যতা ও জ্ঞানের মাপকাঠিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কে কতোটা অবদান রেখেছে। বহু পয়গাম্বর এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন, যারা সারাজীবন চেষ্টা করেছেন। তাই বলে কোনো নবী ব্যর্থ হয়েছেন, এমন মন্তব্য তো করা যাবে না।

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষৎ কি ?

সাঈদী : ভবিষ্যৎ ইজ্জ্বল বলে আমি মনে করি। কারণ হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারটি রাসূলের জীবনের দিকেও যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই বদরের বিজয়, ওহুদের পরাজয় এবং তারপরই মক্কা বিজয় হয়েছে। সুতরাং আমরা পরাজয়ের পর যদি ভুল-ত্রুটি কোথায় হয়েছে, তা চিহ্নিত করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে চেষ্টা সাধনা করে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমি আশা করি, এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভাল।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগের 'জাতীয় ঐকমত্যের সরকার' সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

সাঈদী : আমার চিন্তায় জাতীয় ঐকমত্যের সরকার না বলে কোয়ালিশন সরকার বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন : জাতীয় সংসদে জামায়াতের ভূমিকা কি ?

সাঈদী : নির্বাচনে আমরা কাংক্ষিত আসন পাইনি। বিরোধী দল হিসেবে সংসদে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছি।

প্রশ্ন : আপনার নির্বাচনী এলাকায় আপনি কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং একজন বিরোধী দলীয় সদস্য হিসেবে তা কিভাবে পূরণ করবেন ?

সাঈদী : আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় অনেকগুলো ওয়াদা করিনি। মাত্র দু'টি ওয়াদা করেছি। একটি হচ্ছে আমি বিগত ৩ যুগ ধরে কোরআন-হাদীসের আলোকে যে যে কথাগুলো দেশ-বিদেশে বলে আসছি সে কথাগুলো আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে বলবো এবং আইনে পরিণত করার চেষ্টা করবো। যা দ্বারা গোটা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আসবে।

দ্বিতীয় যে ওয়াদাটি আমি করেছি, তা হলো দেশের সবচেয়ে অনুন্নত জেলা পিরোজপুরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানোর জন্য স্কুল-কলেজ, আধুনিক হাসপাতাল, রাস্তা, ব্রিজ-বিদ্যুৎসহ উন্নয়নের যে উপকরণগুলো আছে তা পূরণ এবং এলাকাবাসীর অধিকার আদায়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবো। আমার আত্মবিশ্বাস আছে, চেষ্টায় আমি সফল হবো ইনশাল্লাহ।

প্রশ্ন : সংসদ সদস্য হবার পর ওয়াজ ও তাফসির মাহফিল করা কি অব্যাহত থাকবে ?

সাঈদী : হ্যাঁ, থাকবে। কারণ সেটা হচ্ছে আমার আসল কাজ। সংসদকে সময় দেয়ার পর যে সময়টুকু থাকবে তা তাফসির মাহফিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, এলাকার উন্নয়নসহ ইসলামের জন্য যেখানে যতটুকু সম্ভব তা আমি রক্ষা করবো ইনশাল্লাহ।